ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের চর খাজুরা গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শরিফুল ইসলাম (৪৬) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে তার বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত শরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত গোলাম নবী লস্করের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, সোমবার রাতে ঘুর্ণিঝড় রিমেলে কৃষক শরিফুলের বাড়ির বিদ্যুতের তার ছিড়ে যায়। বুধবার সকালে বাড়িতে কাজ করতে গেলে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেছে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনীতে মাঠে কাজ করতে গিয়ে কৃষকের মৃত্যু

গাংনীতে মাঠে কাজ করার সময় প্রচন্ড গরমে হিট স্ট্রোক করে সিরাজ মন্ডল (৬০) নামের এক কৃষক মারা গেছেন।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে মাঠে নিজ জমির ধান কাটা মাড়ায় করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথিমধ্যে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

তবে, মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ জোবাইদা ফারজানা জানান, সিরাজ মন্ডল চিকিৎসা দেওয়ার সময় মারা গেছেন।

প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত

ছিলেন। সিরাজ মন্ডলের বাড়ি গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামে।

স্খানীয়রা জানান, কৃষক সিরাজ মন্ডল নিজের জমিতে ধান কাটা মাড়াই কাজ করছিলেন। কাজের এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড গরমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানান তার পরিবারের লোকজন।

গত দুই দিন থেকে মেহেরপুর জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র তাপ প্রবাহ। তীব্র তাপ প্রবাহ এবং প্রচণ্ড রোদে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম বলেন,সন্ধ্যা ছয়টায় মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৫৭% ছিলো। গত শুক্রবার (২৪ মে) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা ছিলো ৪২%।

কোটচাঁদপুরের গরসূতি গ্রামে সাধারণ কৃষকদের মানববন্ধন

কোটচাঁদপুরের গরসূতি গ্রামের সাধারণ কৃষকরা এক প্রতিবাদ সভা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ মে) দুপুরে ওই গ্রামের চাষিরা এ সভা করেন।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল ১৯ মে কোটচাঁদপুর গোরসূতি গ্রামের গুটি কয়েক কৃষকরা গভীর নলকুপের ম্যানেজারের অনিয়ম তুলে ধরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন।

এর প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই গ্রামের মাঠে প্রতিবাদ সভা করেছেন সাধারন চাষিরা। যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সানোয়ার হোসেন, বারেক আলী, হোসেন আলী, সুজন মিয়া।

তারা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে সানোয়ার হোসেন গভীর নলকুপটি পরিচালনা করে আসছেন। এতে ইশ্বানিত হয়ে গ্রামের কিছু কৃষক তাদের স্বার্থ

সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে মানববন্ধন করেন ১৯ মে। সানোয়ার কোন অনিয়ম করেননি এমন দাবি তাদের।

এ ব্যাপারে ম্যানেজার সানোয়ার হোসেন বলেন, আমি কোন দূনীতি অনিয়ম করিনা। এতে করে তারা সুবিধা পাচ্ছে না। তারা আমার কাছে সুবিধা চান। আমি না দেয়ায় গেল ১৯ মে তারা আমার বিরুদ্ধে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন।

তিনি বলেন, ওইদিন যারা মানব বন্ধনে অংশ গ্রহন করেছিলেন তারা কেউ আমার ডিপের চাষি না। তাদের কে কিছু সুযোগ সন্ধানি মানুষ ডেকে নিয়ে গিয়ে এ মানব বন্ধন করেছেন। এর প্রতিবাদে আজকের প্রতিবাদ সভা করা হয়।

তিনি আরো বলেন,আমি যদি কোন অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকি,তাহলে আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হক। তদন্ত আমি দোষী হলে, যে শাস্তি হয় আমি মাথা পেতে মেনে নিবো। আর যদি আমার কোন দোষ না পাওয়া যায়, তাহলে দোষীদের খুজে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান সানোয়ার হোসেন।

দর্শনায় ১ মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ প্রদান

দর্শনায় ১ মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ ও যাতায়াত ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে রামনগর মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংন্থা কার্যলয়ে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

এ সভায় প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়নের উপপরিচালক মাসুম আহম্মেদ, তিনি মৎস্য চাষিদের মাঝে সনদপত্র বিতরন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক জনাব গিয়াস উদ্দিন, মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার

ম্যানেজার মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ও কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় কৃষি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

কুষ্টিয়ায় কৃষি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে চার দিনের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। আজ সোমবার (২০ মে) সকালে কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলরুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়ায় এ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্টানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুফি মো: রফিকুজ্জামান।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক রমেশ চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মাসুম আব্দুল্লাহ এর পরিচালনায় বিশেষ অতিথির রাখেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) মহসীন আলী, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা আব্দুল করীম, কৃষি প্রকৌশলী মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষি সবসময়ই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ও কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতায় আরও বেশি মানুষকে সক্ষম করে তুলতে এই প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তাই এ ধরণের প্রশিক্ষণ টেকসই সমাধান প্রদান ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীর চর্চা উৎসাহিত করবে, যা কৃষিখাতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করবে বলেও জানান তারা।

চার দিনের এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জেলার ৬০ জন কৃষি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কৃষি উদ্যোক্তারা ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন, বাজার ও বিপণন সক্ষমতা তৈরি এবং কৃষি-বিষয়ক ঋণ নীতি ও সুদহারের মতো কৃষিসংক্রান্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

মুজিবনগরে আওয়ামী লীগ নেতার সাড়ে ৮ বিঘা জমির ফসল তছরুপাত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মোস্তফার চার বিঘা জমির কলা, পেঁপে ও কপি ক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে দূর্বত্তরা।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়মহাজনপুর গ্রামের নীলজাভেদ মাঠে এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক গোলাম মোস্তফা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। ফসল তছরুপাতের এই ঘটনায় তার আনুমানিক ১১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, দূবৃত্তরা গতকাল শনিবার রাতের কোন এসময় গোলাম মোস্তফার জমিতে প্রবেশ করে ৪ বিঘা জমিার কলার কান্দি, ২ বিঘা জমির পেঁপে গাছ এবং আড়াই বিঘা জমির কপি ক্ষেত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে তছরুপ করেছে।

গোলাম মোস্তফা অভিযোগ করে বলেন, ৪ বিঘা জমির কলাবাগানের ১৬ শ কাঁদি কলা, ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা ২ বিঘা জমির ৮০০ পেঁপে গাছ ও আড়াই বিঘা জমির কফি ক্ষেতের আংশিক কেটে দিয়েছে।। ইতোমধ্যে কলাগুলো ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকায় অগ্রিম বিক্রি করা হয়েছে। ২ বিঘা জমির পেঁপের আনুমানিক মূল্য ৫ লাখ টাকা। এছাড়া আড়াই বিঘা কপি মিলিয়ে ১১ টাকার ক্ষতি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমার প্রতিপক্ষরা যারা আমাকে ভালবাসেনা, আমার ভাল চাইনা, আমার সন্তানদের পথে বসাতে চায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার বিভিন্ন মাঠে প্রায় ২০ বিঘা জমিতে অন্যান্য ফসল আছে। আমি এখন এসব ফসল নিয়েও আতংকের মধ্যে আছি। আমি প্রশাসনের কাছে এর সুষ্ঠ তদন্ত করে দূবৃত্তদের বিচার চাই।

মহাজনপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড সদস্য সোহরাব হোসেন বলেন, গোলাম মোস্তফা শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, এলাকার একজন দক্ষ এবং ভাল চাষী। এর আগে তিনি ভুট্টা চাষ করে সরকারের পুরস্কার লাভ করেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে তার এ ক্ষতি করেছে প্রতিপক্ষরা। এই অপরাধে সাথে জড়িতে মুখোশ উন্মোচন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জল কুমার দত্ত জানান, আমি ছুটিতে বাইরে আছি। থানায় তদন্ত অফিসার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

এদিকে, মেহেরপুর জেলায় যেন ফসলের ওপর শত্রুতা যেন থামছেই না। একের পর এক ফসলি জমি নষ্ট ও পুকুরে বিষ প্রয়োগ করছে দুর্বৃত্তরা। সাম্প্রতিক সময়ে জেলার বিভিন্ন্ স্থানে ফসল তছরুপ ও পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

মেহেরপুরে লিচু উৎপাদন কম হলেও দামে খুশি বাগানিরা

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাগানের লিচু গাছে থোকায় থোকায় ঝুলছে লাল সবুজ রংয়ের লিচু। সুস্বাদু এ লিচু প্রতিবছরই জেলার চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি হয় রাজধানী শহর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। ইতোমধ্যে আটি জাতের লিচু বাজারজাত শুরু হয়েছে। জেলা জুড়ে চলছে লিচু বিক্রির মহাউৎসব। লিচু বাজারজাত করনে ব্যাস্ত সময় পার করছেন লিচু চাষিরা।

অনাবৃষ্টি,তাপদাহ ও বৈরী আবহাওয়ায় লিচুর উৎপাদন কম হলেও দামে

পুসিয়ে নিচ্ছেন বাগান মালিকরা। আটি লিচু বিক্রি শুরু হলেও বোম্বাই,আতা বোম্বাই ও চাইনা থ্রী জাতের লিচুর পরিচর্যায় ব্যাস্ত চাষিরা। সুস্বাদু হওয়ায় এজেলার উৎপাদিত লিচুর চাহিদা সারা দেশেই। বিভিন্ন পাইকাররা আসছেন বাগান কিনতে। কৃষি বিভাগ বলছেন লিচুর ন্যায্য দাম পাচ্ছেন চাষিরা। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ক্ষতি পুসিয়ে লাভবান হবেন চাষিরা।

জেলা কৃষি বিভাগের দেয়া তথ্যমতে , প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। উক্ত বাগানে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার টন ।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের লিচু চাষি মজিবর রহমান জানান, দুই বিঘা জমিতে আটি ও বোম্বাই লিচুর বাগান রয়েছে। উক্ত বাগানে গাছ রয়েছে ৪৫টি। সব গাছে এবার লিচু হয়নি। যে গাছে লিচু হয়েছে তা অতিমাত্রায় তাপদাহে গুটি ঝরে পড়ে উৎপাদন কম। তবে এবার লিচুর দাম ভাল পেয়ে কিছুটা হলেও ক্ষতি পুসিয়ে নিতে পারবেন।

বাগানমালিক আজগর আলী বরেন, প্রতি বছরেই মেহেরপুরের লিচুর চাহিদা দেশব্যাপী। প্রতিবছর আমাদের উৎপাদিত লিচু জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে থঅকি। কিন্তু এবছর উৎপাদন কম হওয়ায় জেলার চাহিদা পুরুন হয়ে বাইরের জেলাতে পাঠানো যাচ্ছেনা। তাছাড়া বাইরের জেলায় লিচুর যে দাম তা আমাদের জেলাতেই পাওয়া যাচ্ছে। বৈরী আবহাওয়াতে লিচুর ফলন কম হলেও দাম ভাল পচ্ছি॥ খরচ বাদ দিয়ে লাভবান হওয়ার আশা তার।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের লিচু বাগান মালিক হিরোক আলী বলেন, এবছর লিচুর দাম ভাল। ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকায়। বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এসে ২৫০ টাকা শ’ কিনছেন। এক কাউন লিচুর বর্তমান বাজার মুল্য ২৫০০ টাকা ে◌েথ ২৭০০ টাকা। ফলন বিপর্যয় হলেও লিচু বিক্রি করে লাভবান হচ্ছি।

বারিশাল থেকে লিচু কিনতে আসা পাইকার ব্যবসায়ী হাফিজুল ইসলাম জানান, লিচুর গুটি দেখে ৭টি বাগান কিনে ছিলাম। অতিরিক্ত রোদের কারনে লিচুর গুটি ঝরে গেছে। পরে লোকসান হবে ভেবে বাগানমালিকরা আমাদের কিছু টাকা ফেরত দিয়েছেন। তবে লিচুর পরিচর্যা,গাছ থেকে লিচু সংগ্রহের শ্রমিক খরচ ও পরিবহন খরচ বাদ দিয়ে লাভ থকাছে কম। তবুও তিনি ২০ বছরের ব্যবসা ধরে রাখার কারনে এবারও ব্যবসা করতে হচ্ছে।

লিচু সংগ্রহে নিয়োজিত শ্রমিক সাগর আহাম্মেদ জানান, প্রতি বছর এসময় লিচুর বাগানে কাজ করেন। সকাল ৬টা থেকে দুটুর ১টা পর্যন্ত কাজ করে মজুরি পান ৫০০ টাকা। এভাবে এক মাস যাবত একাজ চলমান থাকবে। আটি লিচু বিক্রি শেষ হলে বোম্বাই ও চাইনা থ্রি লিচু বিক্রি শুরু হবে। শুধু সাগর আহম্মেদ নয় বিভিন্ন লিচু বাগানে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন কয়েক হাজার শ্রমিক।

মেহেরপুর বাজারের লিচু ব্যবসায়ী মহন আলী জানান, প্রতিদিন তার আড়ৎ থেকে ২ হাজার কাউন লিচু বিক্রি হচেছ। অন্যান্য বছরে তার আড়ৎ থেকে ৪/৫ হাজার কাউন লিচু বিক্রি হতো। এবার লিচু বাজারে কম আসছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, মেহেরপুরে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। উক্ত বাগানে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার টন । কৃষকরা প্রতি কাউন লিচু বিক্রি করছেন ২৫০০ টাকা থেকে ২৭০০ টাকা দরে। বর্তমানে আটি লিচু বিক্রি শুরু হয়েছে। এরপর বোম্বাই ও আতা বোম্বাই এবং চাইনা থ্রি লিচু বিক্রি শুরু হবে। জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় লিচু বিক্রি করে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন॥ কৃষি বিভিগারে পক্ষ থেকে লিচু সংগ্রহের কৌশল,বাজারজাত করনের পদ্ধতি এবং পরিচার্যা বিষয়ক সকল ধরনের পরামর্শ দেয়া অব্যাহত রেখেছি।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণের শুভ উদ্বোধন

মুজিবনগরে কৃষি ভর্তুকির আওতায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২০২৩-২৪ অর্থ ‘বছরে খরিপ-১ মৌসুমে আউশ উফশী ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি

যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকিতে বিভিন্ন যন্ত্র বিতরণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা মাশরুবা আলম, নবনির্বাচিত উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বি এম জাহিদ হাসান রাজিব উপস্থিত থেকে কৃষি উপকরণ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন।

এবারের কৃষি ভর্তুকির আওতায় ৪টি হারভেস্টার মেশিন,১টি ভুট্টা মাড়াই মেশিন এবং উপজেলার ৩৫০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি আউশ ধান বীজ এবং রাসায়নিক সার বিতরণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় পানির সংকট আর তাপপ্রবাহে দিশেহারা কৃষক

একদিকে তাপপ্রবাহ অন্য দিকে পানির সংকট। চরম বিপাকে পড়েছেন কুষ্টিয়ার মিরপুরসহ বেশ কিছু উপজেলার কৃষকরা। তাপপ্রবাহে পুড়ে যাচ্ছে মাঠের ফসল। পানির অভাবে অনাবাদি পড়ে আছে হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

গত একমাসে তীব্র ছিল সারাদেশের তাপমাত্রা। বিশেষ করে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের দাবদাহ ছিল বেশ প্রখর। কুষ্টিয়াও এর ব্যতিক্রম ছিল না। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার কুষ্টিয়ার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪২ দশমিক ৫ ডিগ্রি। যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন মাঠ সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, মাঠের পর মাঠ ধানখেত শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু ধান গাছে শীষ বের হলেও চিটা হয়ে যাচ্ছে। ভুট্টাখেত শুকিয়ে গেছে। পানির অভাবে শতাধিক বিঘা জমিতে শাকসবজিসহ সব অন্যান্য ফসল নেতিয়ে পড়েছে। এসব ফসলে পানি দিতে না পেরে কৃষকদের মাঝে হাহাকার শুরু হয়েছে। টাকা দিয়েও পানি মিলছে না

বলে জানালেন কৃষকরা। টাকা খরচ করে ফসল ফলিয়ে তা ঘরে তুলতে পারছেন না। এমন সংকটের আগে কখনো পড়েননি বলেও জানান তাঁরা।

মিরপুর উপজেলার মশান এলাকার কৃষক আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ধান আবাদ করেছি। আমাদের মাঠের পাশ দিয়ে গঙ্গা কপোতাক্ষ (জিকে) ক্যানেল থাকলেও সেখানে কোনো পানি নেই। জমি থেকে একটু দুরত্বে ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিন ছিল। সেখান থেকে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে পানি নিতাম। কিন্ত কিছুদিন হলো স্তর নেমে যাওয়ায় সেখান থেকেও পানি উঠছে না। পানির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক দিন গেলে সব শুকিয়ে যাবে।’

একই এলাকার কৃষক আব্দুল মজিদ বলেন, ‘৪ বিঘা জমিতে ভুট্টা লাগিয়েছিলাম। জমি চাষাবাদ ও সেচে অতিরিক্ত টাকা খরচ হয়েছে। শেষের দিকে এসে তাপপ্রবাহে ভুট্টার গাছ শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলো তাই ওভাবেই ভুট্টা ক্ষেত থেকে তুলে এনেছি।’

মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামের বাসিন্দা আবদুস সামাদ বলেন, ‘আগে মানুষ খাওয়ার চিন্তা করত। এখন এলাকার মানুষের বড় চিন্তা হয়ে উঠেছে খাওয়ার পানি। পানির অভাবে এলাকাবাসী গরু-ছাগল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।’

এদিকে পদ্মার শাখা নদীয় কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কোনো নলকূপে পানি উঠছে না বলে জানান মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া গ্রামের শান্ত বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘বাড়ির টিউবওয়েলে ১৭০ ফুট পাইপ বসিয়েছি। এরপরও পানি উঠছে না। বিদ্যুৎচালিত মোটর বসানো আছে, সেখানেও পানি উঠছে না। সংকট ভয়াবহ। তীব্র খরায় বোরো খেতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না।’

কুষ্টিয়া জনস্বাস্থ্যের নির্বাহী প্রকৌশলী ইব্রাহীম মো. তৈমুর বলেন, ‘জিকে সেচ প্রকল্পে বন্ধ এবং আবহাওয়া এখন চরম উত্তপ্ত। কয়েক সপ্তাহ ধরে খরা চলছে। শুধু পৌর এলাকায় নয়, গ্রামাঞ্চলেও পানির সংকট চলছে। প্রতি বছরই এ সময় পানির স্তর নিচে নেমে যায়। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে। তবে প্রতি বছর দু-এক সপ্তারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গেলেও এবার সময়টা বেশি লাগছে।’

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) প্রকল্পের পাম্প ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, ‘কারিগরি ত্রুটির কারণে তিনটি পাম্পটি বন্ধ রয়েছে। পাম্পগুলো সচল করার চেষ্টা চলছে। কবে নাগাদ

সেচ কার্যক্রম চালু করা যাবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।’

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘পানি সংকটের কারণে বোরো আবাদ ব্যাহত হয়েছে। সমস্যার দ্রুত সমাধান করা না গেলে আউশ উৎপাদনেও প্রভাব পড়বে। তবে ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলও পানির অভাবে ভালো ফলন হয়নি ‘

কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বলেন, ‘তীব্র তাপপ্রবাহ এবং পানি সংকটের কারণে উৎপাদনে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে এ সমস্যা থাকবে না। দু-এক দিনের মধ্যে বৃষ্টি হলেই সংকট কেটে যাবে। জিকে সেচ প্রকল্প চালু করতেও কাজ চলছে।’

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রাঘাতে কৃষক সহ ২ জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা গ্রামে বজ্রাঘাতে আহাম্মেদ মল্লিক (৭০) নামের এক কৃষক ও ঝাজরী বেগমপুরে রুবেল হোসেন (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে।

বজ্রপাতে নিহত আহম্মেদ আলী পাটাচোরা গ্রামের মল্লিকপাড়ার মৃত খেদের মল্লিকের ছেলে এবং রুবেল বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাজরী গ্রামের আবদুল মালেকের ছেলে।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে পৃথক দুটি স্থানে এই ঘটনা ঘটে ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আলমগীর কবির জানান, শনিবার সকালে পৌনে ৯ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার গ্রামের খড়েরগাড়ী মাঠে জমিতে যায় আহম্মেদ মল্লিক। বৃষ্টি শুরু হলে তিনি বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। এসময় বজ্রাঘাতে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

অন্য দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তদন্ত মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান, শনিবার ৯ টার দিকে বৃষ্টি শুরু হয়। এসময় দর্শনা

থানার ঝাজরী বেগমপুর গ্রামের বস্তির পাশে রুবেল হোসেন একটি দোকানের নিচে বসে ছিল। এ সময় হঠাৎ করে বজ্রপাত এসে তার মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হয়।